**ইডকলের অর্থায়নে ১০ লক্ষ সোলার হোম সিস্টেম ও**

**২০ হাজার বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

চট্টগ্রাম, সন্দ্বীপ, শনিবার, ০৬ ফাল্গুন ১৪১৮, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

সংসদ সদস্যবৃন্দ,

প্রিয় সন্দ্বীপবাসী।

আসসালামু আলাইকুম।

ইডকলের নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকল্পের আওতায় নতুন ১০ লাখ সোলার হোম সিস্টেম এবং ২০ হাজার বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

১৯৯৬ সালে আমাদের সরকার প্রথম জাতীয় জ্বালানি নীতি প্রণয়ন করে। ঐ জ্বালানি নীতিতে প্রচলিত জ্বালানি-ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি ও প্রসারের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল যেখানে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছেনি, সেসব অঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার জন্য ১৯৯৭ সালে আমরা Infrastructure Development Company Limited-IDCOL প্রতিষ্ঠা করি।

এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে অবকাঠামো উন্নয়ন ও নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকল্পে অর্থায়ন ও কারিগরি সুবিধাদি দেওয়া হচ্ছে।

সুধিবৃন্দ,

দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিদ্যুৎ একটি অপরিহার্য উপাদান। পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ না পেলে সব ধরনের উন্নয়ন কর্মকান্ড থমকে যায়।

১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৬০০ মেগাওয়াট থেকে বৃদ্ধি করে ৪৩০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করেছিলাম। কিন্তু পরে বিএনপি-জামাত জোট সরকার এবং পরবর্তীকালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদনের কোন পদক্ষেপ নেয়নি। এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎও উৎপাদন করেনি।

২০০৯ সালে আমরা যখন সরকার গঠন করি তখন জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহ ছিল মাত্র ৩২০০ মেগাওয়াট। অর্থাৎ আমরা যা রেখে গেলাম তার চাইতে ১১ মেগাওয়াট কম। এ সময়ে চাহিদা আর সরবরাহের মধ্যে পর্বত-প্রমাণ ব্যবধান তৈরি হয়েছে। লোডশেডিং ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা।

দায়িত্ব নিয়েই আমরা বিএনপি-জামাত জোট সরকারের রেখে যাওয়া বিদ্যুৎ ঘাটতি মোকাবিলায় দ্রুত, স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করি। ইতোমধ্যেই আমরা প্রায় ৩ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করেছি। চলতি বছরের মধ্যেই বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে বলে আমরা আশা করছি।

আমরা ২০১৩ সালের মধ্যে ৭ হাজার মেগাওয়াট এবং ২০১৫ সালের মধ্যে ৮ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। ২০২১ সাল নাগাদ আমরা ২০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাসের ব্যবহার ছাড়াও আমরা কয়লা এবং পারমানবিক জ্বালানি ব্যবহারের উদ্যোগ নিয়েছি। পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানি যেমন সোলার এবং বায়ুচালিত বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপর গুরুত্ব দিয়েছি।

এছাড়া ভারত, মায়ানমার, ভূটান ও নেপাল থেকে বিদ্যুৎ আমদানির ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

প্রিয় সুধি,

নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছি। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সৌর বিদ্যুতের জন্য আমদানিকৃত যন্ত্রাংশের উপর সম্পূর্ণ কর মওকুফ এবং ইডকলের মাধ্যমে সহজ শর্তে ঋণ ও ভর্তুকি প্রদানের ব্যবস্থা।

২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ইডকল প্রায় ১০ লাখ সোলার হোম সিস্টেম স্থাপনে অর্থায়ন করেছে। আগামী এক বছরে সরকার ইডকলের মাধ্যমে আরও ১০ লাখ সোলার হোম সিস্টেম স্থাপনে অর্থায়নের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এরফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আরও ১০ লাখ পরিবার বিদ্যুৎ সেবা সুবিধা লাভ করবেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দেশ দিচ্ছি।

সুধিবৃন্দ,

বিদ্যুৎ সরবরাহের পাশাপাশি বর্তমান সরকার সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় ক্লিন এনার্জি পৌঁছে দেওয়ার জন্য ইডকলের মাধ্যমে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে।

বায়োগ্যাস ব্যবহার করে গ্রামের মা-বোনেরা শহরের মতই পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে রান্না-বান্না করতে পারবেন।

ইডকল ২০০৯ সাল হতে এ পর্যন্ত ১২ হাজার বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করেছে। আগামী এক বছরে আরও ২০ হাজার বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সরকার এ খাতেও সহজ শর্তে ঋণ ও ভর্তুকি প্রদান করছে।

বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট থেকে উন্নতমানের জৈবসার তৈরি হচ্ছে। এ জৈবসার ব্যবহার করে জমির ঊর্বরতা এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে এবং রাসায়নিক সারের উপর নির্ভরতা কমবে।

গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকহারে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দেশ দিচ্ছি।

ইডকলের সৌরশক্তি ও বায়োগ্যাস কর্মসূচির অধীনে ২০ হাজার প্রত্যক্ষ এবং ৩০ হাজার পরোক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে। আগামী এক বছরে আরও ১০ হাজার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

এসব প্রকল্পসমূহ ছাড়াও আমরা ইডকলের মাধ্যমে সৌর বিদ্যুৎভিত্তিক সেচপাম্প ও মিনি গ্রিড স্থাপনের প্রকল্প হাতে নিয়েছি। এই সন্দ্বীপেই প্রথম ১০০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন মিনি-গ্রিড স্থাপিত হয়েছে।

এছাড়া, নওগাঁ, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, চট্টগ্রাম, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ ও বগুড়াসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সৌর বিদ্যুৎভিত্তিক সেচপাম্প স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে।

পর্যায়ক্রমে দেশের ডিজেল-চালিত মিনি গ্রিড ও সেচপাম্পসমূহ সৌরবিদ্যুৎ দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হবে। আমি বিশ্বাস করি, ইডকলের সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প আমাদের সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

প্রিয় দ্বীপবাসী,

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার সব সময়ই সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করে। এবার আমরা সরকার গঠনের পর সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতা অনেকাংশে বৃদ্ধি করেছি। সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে দারিদ্র্যের হার ৪০ শতাংশ থেকে কমে ৩১ শতাংশে নেমে এসেছে। মাথাপিছু আয় প্রায় ৮৩০ ডলার হয়েছে। কৃষিখাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জনের পথে। সারাদেশে অবকাঠামো খাতে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী মন্দা সত্বেও আমাদের রপ্তানি এবং রেমিটেন্স আয় বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে।

বিগত তিন বছরে আমরা যেসব প্রকল্প হাতে নিয়েছি, সেগুলোর বাস্তবায়নের ফলাফল আসতে শুরু করেছে।

মানুষের মৌলিক চাহিদা মিটিয়ে বাংলাদেশ একটি সুখী, সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলব ইনশাআল্লাহ।

আমি ইডকলের নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকল্পসমূহের সাথে সম্পৃক্ত সকল দাতা সংস্থা, সহযোগী সংস্থা এবং কর্মকর্তা-কর্মচারিগণকে তাঁদের সাফল্যের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আশা করছি ভবিষ্যতে তারা এই সফলতা বজায় রাখবেন।

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ দিয়ে আমি ইডকলের নবায়নযোগ্য শক্তি কর্মসূচির অধীনে নতুন ১০ লাখ সোলার হোম সিস্টেম এবং ১০ হাজার বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...